হাবিলদার উঁপি

Havildar Oopi
By Pratibha Nath Illustrated by Jagdish Joshi

First English Edition : 1985

Habildar Oopi : Bengali translation by Alok Kumar Gosh
First Bengali Edition : May 1985

CHILDREN'S BOOK TRUST NEW DELHI

Published by the Children's Book Trust, Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi.

হাবিলদার উঁগি

লেখা ঃ প্রতিভা নাথ
ছবি ঃ জগদীশ জোশী

অনুবাদ ঃ অলক কুমার ঘোষ
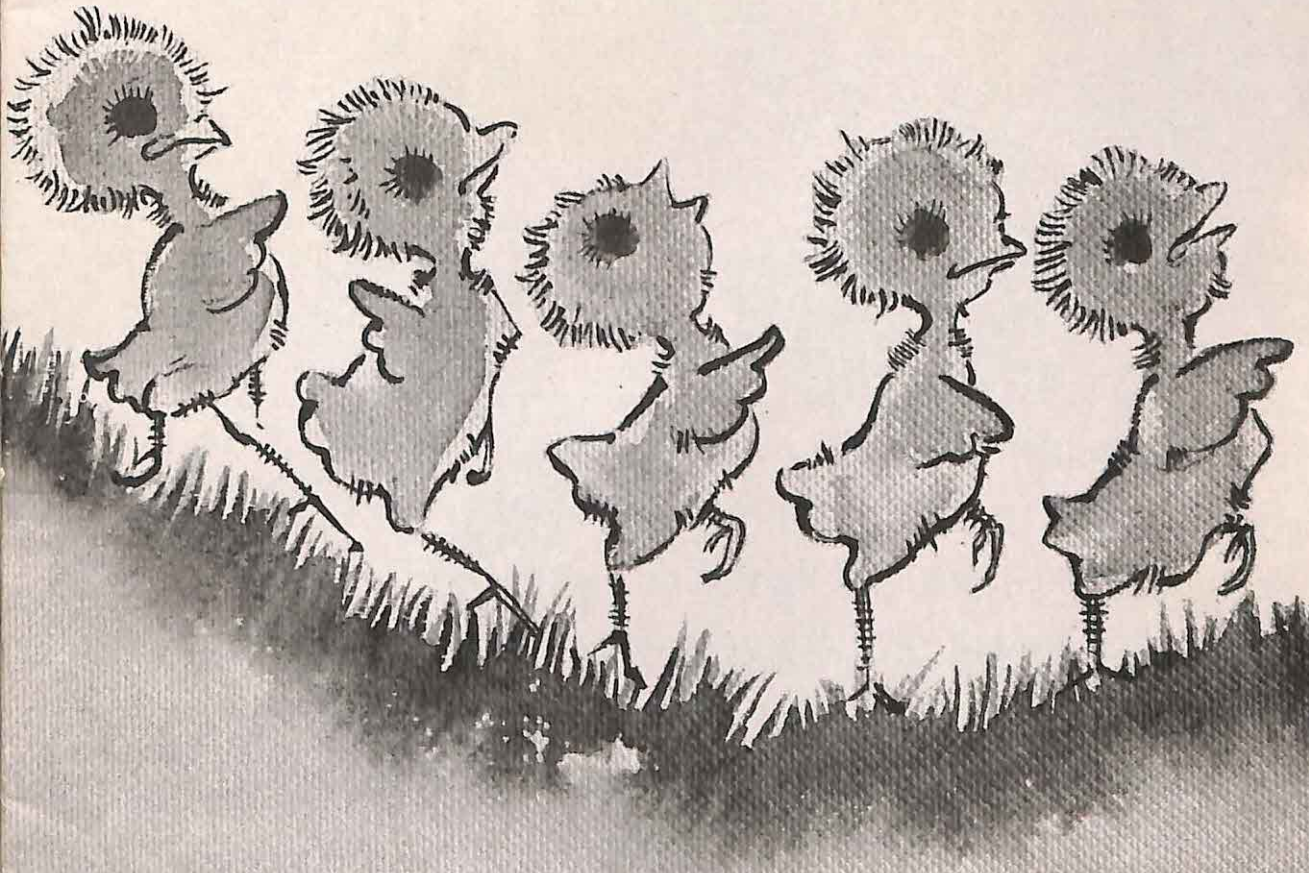
এক ছিল বুড়ো কুকুর; নাম তার সুলতান। পুরান বাড়ির পেছনে সে তার ছোট্ট ঘরে থাকত।
একদিন দুপুরে তার দরজায় কেউ টোকা দিল। দরজা খুলে সুলতান দেখে টু-হু পেঁচা দাঁড়িয়ে আছে।
'কি ব্যাপার পেচক মশাই, এই ভরদুপুরে তুমি জেগে?' অবাক হয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করল।
আধমেলা চোখে পেঁচা বলল, 'কি করব ভাই, ঘুমোতে

পারছি না। আমার গাছে কাঠবিড়ালীরা যা চেঁচামেচি লাগিয়েছে।'

'কেন, কি হয়েছে ?'

'উপি গো, সেই মোরোগছানাটা। হারিয়ে গেছে।'

ঠিক সেই সময় সেখানে রাজ্যের কাঠবিড়ালী, বুলবুলি, ঘুঘু আর পায়রা এসে জড় হল।
সকলে এক সঙ্গে বলে উঠল, 'আমাদের উপি হারিয়ে গেছে, শুনেছ সুলতান। সকাল থেকে তাকে দেখা যাচ্ছেনা।'
'শুনেছি সে কথা। সকলে একই কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছ?'

'ওকে তোমার খোঁজা দরকার।'
'আমি? কেন? আমি কেন খুঁজতে যাব?'
'তুমি যে পুলিসে কাজ করতে।'
'এখন তো আমি অবসর নিয়েছি।'
'তা হোক। এক কালে তুমি গোয়েন্দা কুকুর দলে ছিলে।'
'ব্যাঙ্ক লুটের মামলায় তুমি স্বর্ণপদক পেয়েছ।'
'কত নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ দিয়েছ।'
'তুমি একটা ছোট্ট মোরগছানা খুঁজতে পারবে না?'

সুলতানের এসব আর একেবারে ভাল লাগে না আজকাল।
সে কেবল আরাম করে ঘুমোতে চায়। কিন্তু আবার
উপির বন্ধুদের নিরাশ করতেও পারে না।
তাই সে বললে, 'ঠিক আছে। আমি উপির খোঁজ নেব।
কিন্তু এখন তোমরা সকলে যাও। কোন কথা নয় এখন।'
দশ মিনিট বাদে সুলতানকে উপির মায়ের সঙ্গে কথা
বলতে দেখা গেল।
'ও মোরগগিন্নী এখন কান্নাকাটি রেখে একটু ক্ষ্যান্ত হও।
উপির বিষয় আমায় কিছু জানাও। কয়েকটি প্রশ্নের
জবাব দাও তো'

উপির মা রুমালে চোখ মুছে একটু শান্ত হল।
‘উপির পুরো নামটি কি?’ সুলতান জানতে চাইল।
‘উপসি-ডেইজি বুম বুম।’
‘বাপরে কি নাম!’ সুলতান মনে মনে ভাবল।
‘কবে জন্মে ছিল?’
‘গত সপ্তাহে।’
‘আচ্ছা বলতো উপি কি খোস-মেজাজের বাচ্চা? সে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে না?’
‘পালাবে কি! কখনোই নয়! আমরা তাকে কত ভালবাসি।’

মোরগগিন্নী কক কক করে তারস্বরে আবার কাঁদতে লাগল।
তার কান্না শুনে সুলতান প্রায় লাফিয়ে উঠল।
গম্ভীর গলায় সে বলল, 'দেখ উপির মা, ধৈর্য ধর, নতুবা আমি এ কাজে হাত দেব না। হ্যাঁ এইবার বল গত রাতে উপি কোথায় শুয়েছিল? তার গন্ধটা আমি নিতে চাই।'
'পুঁটকে ছানারা আর কোথায় শোবে। আমার ডানার নিচে তারা শোয়। তবে দাঁড়াও। উপি ওই টবের তলায় কুঁকড়ী মেরে শুতে ভালবাসতো।'
সুলতান টবের চতুর্দ্দিক ভাল করে শোঁকাশুঁকি করল। কয়েক রকমের গন্ধ টের পেল—ভিজে মাটি, ঘাস, মুরগিদানা—কিন্তু উপসি-ডেইজি বুম বুম এর কোন গন্ধ পেল না।

দাঁড়িয়ে উঠে সুলতান বলল, 'ঠিক আছে, মোরগগিন্নী। এখন এই পর্যন্ত।'
মুরগিখানা থেকে কয়েক পা এগিয়ে সুলতান হঠাৎ থেমে গেল।
সে ভাবল, 'আচ্ছা, উপির বাড়ি থেকে পালাবার কোন কারণ দেখছি না।
ও বাগানে কোথাও লুকিয়ে নেই তো।
দেখি একবার।'
সুলতান প্রথমে মুলোর কেয়ারিতে গেল।
কচি কচি মুলোপাতা খেতে উপি খুব ভালবাসে। কিন্তু কোথায়

উপি ? 'একবার চালাঘরে দেখা যাক।' এই ভেবে সুলতান দৌড় দিল।
চালাঘরে বাগানের নানা যন্ত্রপাতি, গামলা ইত্যাদি রাখা কিন্তু উপির কোন চিহ্ন নেই। কেবল একটি বোলতা তার বাসা বাঁধছিল।
'শোন হে', সুলতান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাছে পিঠে তুমি কোন মোরগছানা দেখেছ?'
বোলতা বলল, 'কই না তো। আমি কেবল ডোবায় গিয়েছিলাম বাসা বাঁধার জন্য পাঁক আনতে। গুদাম ঘরটা একবার দেখনা।'
গুদাম ঘর একেবারে অন্ধকার। সেখানে কড়িকাঠে এক মাকড়সা জাল বুনছিল। সুলতানকে দেখে সে লম্বা সূতো বুনে তর-তর করে নেমে এল। 'কি গো সুলতান! কি খুঁজছো ?'
'একটি মোরগছানা।'
'সেই হারান ছানাটি ? তুমি দেরী করে ফেলেছ হে। কালকে এখানে একটি বাচ্চা ছিল। সে ধানের বস্তা থেকে খুঁটে খাচ্ছিল। একটা থলিতে আবার কিছুটা ভরে নিল··· ।'
সহসা বস্তার পিছনে কি একটা নড়ে উঠল। 'আরে, আরে,' চেঁচিয়ে উঠে সুলতান তার পিছু ধাওয়া করল। তবে সে উপি নয়। একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফ দিয়ে বিজলীর তার বেয়ে তর-তর করে উপরে উঠে গেল।
'ইস্।' সুলতান গুদামঘর থেকে বেরিয়ে এল।

গোলাপ গাছের শুঁয়োপোকাকে সুলতান জিজ্ঞাসা করল। রঙীন ডানা মেলা প্রজাপতির কাছে খোঁজ নিল। কিন্তু কেউই উপির সন্ধান দিতে পারল না। এক ঝাঁক চড়ুই মহা আনন্দে স্নান করছিল। 'হ্যাঁগা, তোমরা আজ উপিকে দেখেছ?' সুলতান তাদের শুধাল। কিন্তু চড়ুইএরা এমন কিচির-মিচিরএ মেতে ছিল যে তার ডাক কেউ শুনতে পেল না।
সুলতান যখন নাকাল হয়ে হাল ছাড়বে ভাবছে সেই সময় গাছের উঁচু ডাল থেকে টি-টিয়ার ডাক শুনল।

টিয়াপাখি বলল, 'উপি কোথায় গেছে আমি জানি।'
'কোথায় ?'
'সে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে।'
'কি ভ্রমণে ?'
'বিশ্ব ভ্রমণে গো।'
'তুমি কি করে জানলে ?'
'সে বলল যে। বাইরে নানান্ দেশ দেখবে। গেট পার হয়ে বেরিয়ে গেল। পথের জন্য এক থলি দানাও সঙ্গে নিয়েছে।'
'বিশ্ব ভ্রমণ! এক থলি দানা! উপি নিশ্চয় অনেকটা এগিয়ে গেছে…', সুলতান চিন্তা করল। 'আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করা চলে না।'
এক ঝাঁপে বাগানের গেট পার হয়ে সে বাঁদিকে ছুটল।

পথে কিন্তু কোথাও মোরগছানার নাম গন্ধ নেই।
তখন বিপরীত দিকে সন্ধানী দৃষ্টি রেখে চলতে শুরু
করল।
এক জায়গায় পথের খানিকটা কাদা ভরা। সেই কাদার
উপর ছানার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে।
সুলতান তা দেখে যারপরনাই খুশী। 'তাহলে আমাদের
উপসি-ডেইজি বুম বুম এই দিকে গেছে।'
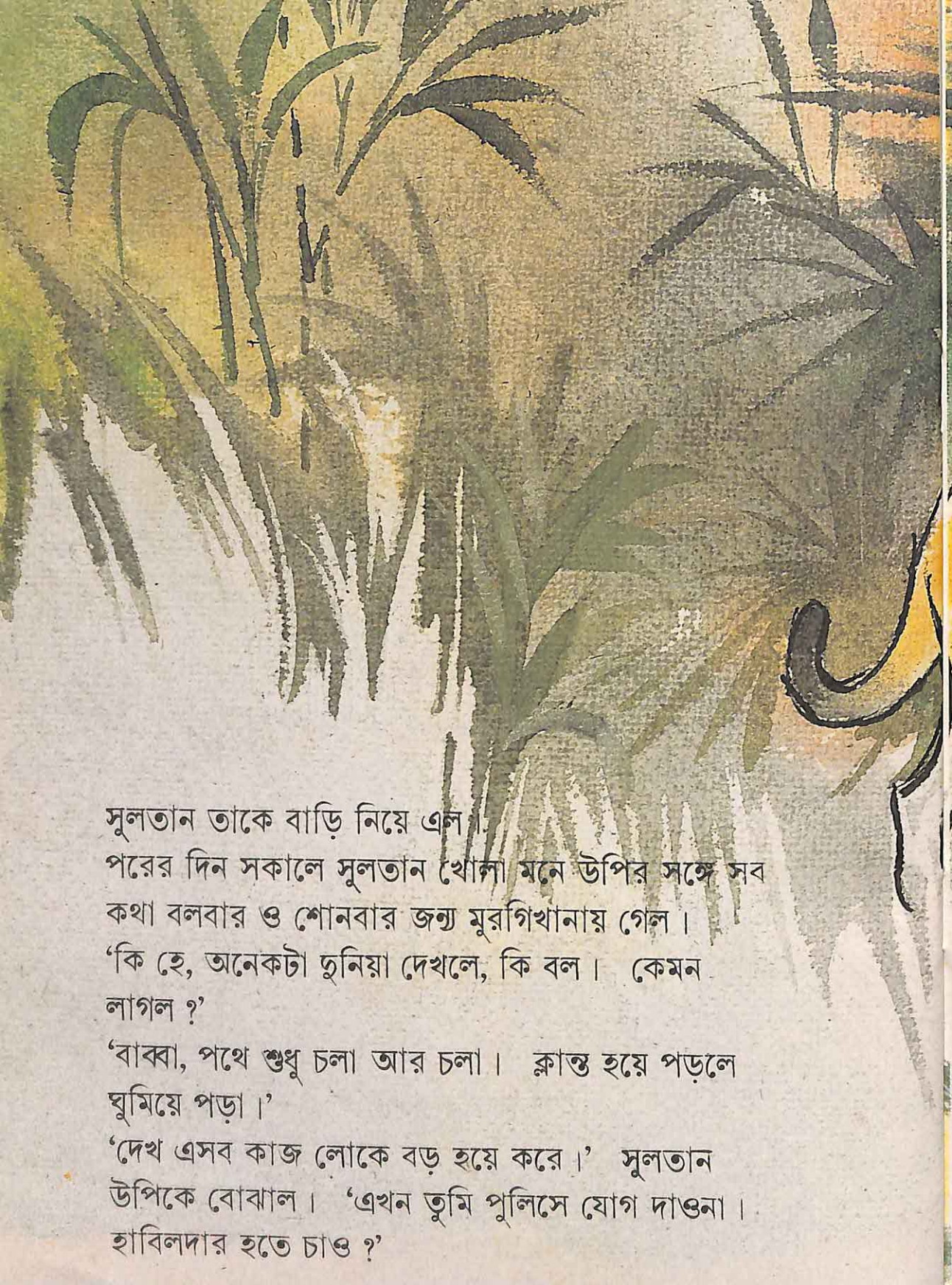
সুলতান দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। কিছু দূরে পথের ধারে হলুদ রংএর রোঁয়াদার কি যেন একটা পড়ে আছে। সুলতান খুঁটিয়ে সেটা দেখল। রোঁয়ার মাঝে একটি ঠোঁট আর এক জোড়া বোজা চোখ রয়েছে।

হালকাভাবে নাড়া দিতেই সেটা চোখ খুলল। 'চিউঁ চিউঁ, আমি কোথায় ?' ক্ষীণ স্বরে মোরগছানা শুধাল।

গলা খেকাঁরি দিয়ে সুলতান জিজ্ঞাসা করল, 'প্রথমে বল তুমি-ই কি উপসি-ডেইজি বুম বুম ?'

'চিউঁ চিউঁ। আমি উপি। আমি কোথায় আছি ?'

'তা জানবার দরকার নেই। এখন তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি চল।'

সুলতান নিজের মুখটা ভুঁয়ে লাগিয়ে বসল। নাকের উপর দিয়ে উঠে উপি তার দুই কানের মাঝে বসল।

সুলতান তাকে বাড়ি নিয়ে এল।

পরের দিন সকালে সুলতান খোলা মনে উপির সঙ্গে সব কথা বলবার ও শোনবার জন্য মুরগিখানায় গেল।

'কি হে, অনেকটা দুনিয়া দেখলে, কি বল। কেমন লাগল ?'

'বাব্বা, পথে শুধু চলা আর চলা। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়া।'

'দেখ এসব কাজ লোকে বড় হয়ে করে।' সুলতান উপিকে বোঝাল। 'এখন তুমি পুলিসে যোগ দাওনা। হাবিলদার হতে চাও ?'

'সে আবার কি ?' উপি অবাক হয়ে শুধাল।
'হাবিলদার। আমি বোঝাচ্ছি তোমায়।'
সেই দিনই সুলতান মোরগছানাদের নিয়ে এক পুলিস দল গঠন করল। সকাল-বিকেল তারা কুচ-কাওয়াজ করতে লাগল। উপি হল দলের সর্দার।
'চিউঁ চিউঁ, 'ট্যাণ্ড 'ইজ,' উপির মুখ থেকে ক্রমাগত বুলি বেরয়।

'চিউঁ চিউঁ', 'টেনশান। কুইক মার্চ। লেত-লাইত,
লেত-লাইত, লেত-লাইত।'

নিজের ঘরে বসে সুলতান প্যারেডের বুলি শোনে আর মুচকে মুচকে হাসে।